দামুড়হুদায় রবি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের রবি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথী মিত্র।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলার ২৫০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২ কেজি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ৮১০ জন কৃষককে ১০ কেজি উফশী জাতের বীজ, ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াহেদ, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সোহরাব হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন-অর-রশিদ, নাজমুল হুসাইন, মুকুল হোসেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, আসমা আকতার, চাঁদনী খাতুন এবং মুইন নাদিম।

খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, একটি সুস্থ জাতি গঠন করতে হলে একটি সুস্থ মনের দরকার, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ দরকার এবং সেটা জন্য একটি সুস্থ দেহ দরকার। সুস্থ দেহের মধ্যেই সুস্থ মন বাস করে। বাংলাদেশে অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা

রয়েছে এর মধ্যে কাবাডি একটি উল্লেখযোগ্য খেলা।

এছাড়াও রয়েছে হাডুডু, গোল্লাছুট আমাদের এই গ্রামীণ খেলাগুলো ঠিকমতো আর প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষার্থীরা খেলার
মাঠ বিমুখ হয়ে গেছে। তারা
মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
আমি এটাকে বলছি ডিজিটাল ডিভাইস
দূষণ। এর কারণে আজকে
শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার দিকে
মনোযোগ নেই। এই মনোযোগ
আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।
খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না। ভার্চুয়াল জগত কখনোই বাস্তব জগতের বিকল্প হতে পারে না। তাদের সকলকে অ্যাকচুয়াল জগতে ফিরে আনতে হবে।



শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস পলিউশনের জন্য আমাদের ইয়াং জেনারেশন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাদের ওখান থেকে ফিরে আনার আমাদের যে বড় প্রচেষ্টা, তারই অংশ আজকের এই আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে উন্নত জাতি প্রয়োজন, তা গড়ার একটি পদক্ষেপ।

মাদক ও অনলাইন জুয়া নিয়ে তিনি বলেন, মেহেরপুরে মাদক রোধে যা যা করণীয়, তা জেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রশাসনসহ আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করব এবং ইতিমধ্যেই কিছু কাজ শুরু করেছি। অনলাইন জুয়ার মতো এত বড় একটি ছোবলে অনেকেই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে ফেলেছে। যারা এর পেছনে আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসব।

প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাদকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো খেলাধুলা। আজকের যুবক যদি

স্মার্টফোনের গেমে ডুবে থাকে, তাহলে তার শরীর-মন দুটোই নষ্ট হবে। আমি চাই, মোবাইলের স্ক্রিন নয় খেলার মাঠই হোক তোমাদের আড্ডাখানা। মাদক নয়, ঘাম ঝরানোই হোক তোমাদের নেশা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত হতে না দিতে আজকের যুবকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত, রঙিন বেলুন ও ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

এসময় জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভার ১টি মোট ৮টি দল ভলিবল ও কাবাডি দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস পালিত

‘দক্ষ জনশক্তি, দেশ গঠনের মুল ভিত্তি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস ও আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সেসময় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) জেলা শাখার সভাপতি ইয়াছিন আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্সী আবু জাফরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন উল্লেখ করে বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করলেই উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

ঝিনাইদহে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে র্যালী ও যুব সমাবেশ

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঝিনাইদহে র্যালী ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, জেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ যুবনেতারা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় যুব সমাজই সবচেয়ে বড় শক্তি। তারা শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, কৃষিতে, শিল্পে ও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। বক্তারা আরও বলেন, আজকের তরুণরাই আগামী দিনের নেতা। তাদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

রবিবার (৯ নভেম্বর) সকালে তিনি ব্র্যাক সিড ফার্ম, চাঁদবিল, আমঝুপিতে যান। সেখানে তিনি ব্র্যাকের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ফার্ম ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বীজের গুণগত মান, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এরপর জেলা প্রশাসক ব্র্যাক সদর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যক্ষ্মা থেকে আরোগ্য লাভ করা কয়েকজন রোগীর খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যেখানে মাঠকর্মীরা রোগীদের শনাক্ত করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্র্যাক বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ ও রোগীদের চিকিৎসার ফলোআপ নিশ্চিত করে থাকে।

এ সময় জেলা প্রশাসক ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আরএম (এমএফ দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এআরএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ রবিউল ইসলাম, এএম (এমএফ দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, এএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস এবং

ব্র্যাক সিড ফার্ম ম্যানেজার মোঃ আজাদ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের বাজার অস্থির

মেহেরপুরে অস্থির হয়ে উঠেছে পেঁয়াজের বাজার। গত দু’দিনের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে মেহেরপুরের পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ ১০০ টাকা এবং খুচরা বাজারে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে ছোট সাইজের নিম্নমানের পেঁয়াজ কেজিতে ১০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল বুধবার সকালে শহরের বড়বাজারের পাইকারি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে বাজারে দেশি ও ভারতীয় পেঁয়াজ পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। দুই দিন আগে যা বিক্রি হচ্ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা কেজি দরে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৬০ টাকা ও দেশি ৬৫ টাকা কেজি। খুচরা বাজারে এসব পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ ও ১০৫ টাকা কেজি দরে।

মেসার্স লতিফ বানিজ্যালয়ের আড়তদার মোঃ মিজান বলেন, কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ না থাকায় বাজারে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এলসি কমলে দামও কমবে। আবার যদি ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি শুরু করে, তাহলে দাম আরও কমে যাবে। তবে দেশি পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির ধারাই অব্যাহত থাকবে। বাইরের পেঁয়াজের দাম কমলে এখানেও প্রভাব পড়বে।

সামাদ বানিজ্যের আড়তদার আব্দুস সামাদ বলেন, বাজারে এলসি বন্ধ থাকায় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। যদি এলসি না খোলে, তাহলে আগামী এক মাস বাজারে অস্থিরতা থাকবে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই এই সংকট কেটে যাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ না আসায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমাদের মোকামেই প্রতি মণ পেঁয়াজ ৪ হাজার টাকা করে পড়ছে। তার সঙ্গে পরিবহন খরচ আছে প্রতি কেজিতে ১০ টাকা। তাই যতদিন ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি না দেবে, ততদিন দাম চড়াই থাকবে।
খড়ি কাটা এলাকার আশরাফপুরের আসলাম বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরি করি, আর ১০০ টাকার পেঁয়াজ কিনি। না খেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কৃষক ওয়ারেস বলেন, পেঁয়াজ কিনতে এসে দেখি কেজি ১০০ টাকা। এখন মাছ কেনার সামর্থও আমার নেই।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, চলতি বছর পুরোটাই দেশীয় পেঁয়াজ বাজারে ছিল। এখন মৌসুম শেষ পর্যায়ে হওয়ায় দাম বাড়ছে। নতুন ফলন বাজারে আসা পর্যন্ত বাজারে অস্থিরতা থাকবে। তবে আমদানির সুযোগ দিলে এ দাম কমে যাবে।

বর্তমানে খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১১০ টাকায় এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ১০৫ টাকায়। দুই দিন আগেও দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হতো ৮০ টাকায় এবং ভারতীয় ৯০ টাকায়। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৭০ টাকা ও দেশি ৮০ টাকা কেজি।

খুচরা ব্যবসায়ী মোঃ জাব্বার বলেন, আমদানি কম থাকায় আমরা পর্যাপ্ত মাল পাচ্ছি না। আগে যেভাবে পেঁয়াজ আসতো, এখন তার অর্ধেকও আসে না। ভারতীয় পেঁয়াজ তো এখন একেবারেই নেই। নতুন পেঁয়াজ উঠলে ও আমদানি বাড়লে বাজারে স্থিতি ফিরবে।

ব্যবসায়ী আবদুর সুবান বলেন, পেঁয়াজের মৌসুম শেষের দিকে, তার ওপর এলসি কম। তাই বাজারে সরবরাহও কমে গেছে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই দাম স্বাভাবিক হবে।

মোঃ কুদ্দুস বলেন, এখন বাজারে এলসি বন্ধ, তাই দাম বেশি।আমরা অপেক্ষা করছি ভারত ও নতুন পেঁয়াজ উঠার জন্য। যদি ভারত দেয় তাহলে দাম কমবে, না দিলে নতুন পেঁয়াজ উঠা পর্যন্ত দাম আরও বাড়তে পারে।

তহ-বাজারের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে লোকাল পেঁয়াজের আমদানি একদম নেই। এগুলো মেহেরপুরের পেঁয়াজ নয় কুষ্টিয়া, পাবনা ও ফরিদপুর থেকে আমদানি করা। এখন মালের ঘাটতি আগের তুলনায় অনেক বেশি। মাল প্রায় শেষ হয়ে যাওয়াতেই ঘাটতি হয়েছে, আর হঠাৎ করে দামটাও একটু বেশি।

তিনি আরও বলেন, দাম স্বাভাবিক হওয়ার একটাই উপায় এলসি করা ও পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়া। যতদিন এলসি পেঁয়াজ বাইরে থেকে না আসবে, ততদিন পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। দাম বাড়ার কারণে চাষিদের কাছে যে পেঁয়াজগুলো আছে সেগুলো যদি বাজারে আসে, তাহলে দাম কমতে পারে। আর যদি না আসে, তাহলে একেবারে এলসি নির্ভর হয়ে যাবে বাজার।

আলমডাঙ্গায় মাহফিলে আমির হামজার মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক, ভিডিও ধারণে বাধা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ৪১তম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে মুফতি আমির হামজার আপত্তিকর বক্তব্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক (মিডিয়া) নিষিদ্ধের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয়ভাবে।

গত সোমবার রাতে মাহফিলের শেষ দিন মঞ্চে প্রধান তাফসিরকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমীর হামজা। তাঁর তাফসিরের বিষয় ছিল সূরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াত।

তবে ওইদিন রাত ৯টার দিকে মাহফিলস্থলে সাংবাদিক ও স্থানীয় মিডিয়া প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়, কেউ মোবাইল বা ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ বা লাইভ সম্প্রচার করতে পারবেন না। ফলে উপস্থিত মিডিয়া কর্মীরা বাধ্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এদিকে তথ্য সুত্রে জানা গেছে,তাফসিরকার জামায়াতের নেতা আমির হামজা বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন কোন কোন দল মনোনয়ন বিক্রি করছে। এসময় স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এসময় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের নেতা আমির হামজা কোনো দলের নাম নিয়ে কিছু বলেন নি, তাহলে আপনাদের গায়ে বাধছে কেন। এসময় জামায়াতের নেতাকর্মীদের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তাদের দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মুফতি আমির হামজার বক্তব্য স্যোসাল মিডিয়ায় দেবার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে সতর্ক করেছে। কিন্তু সাংবাদিক (মিডিয়া) কর্মীদের ভিডিও নেবার নিষেধাজ্ঞা করাটা উপস্থাপক তিনি মনগড়া ভাবে বলেছেন। এবিষয়ে অবশ্যই নিন্দনীয়। তিনি ঘটনায় দুঃখ ও নিন্দা জানান। তবে মুফতি আমির হামজার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। স্থানীয় সংবাদকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, একটি ধর্মীয় মাহফিলে সাংবাদিক নিষিদ্ধ করার অর্থ কী? সেখানে এমন কী বলা হচ্ছিল যা জনসমক্ষে আনা যাবে না? আয়োজকদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক বক্তব্য বা নির্বাচনী ইঙ্গিত এড়াতেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, মুফতি আমীর হামজা গত মে মাসে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের এক সভায় কুষ্টিয়া-৩ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। যদিও তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কোনো পদে নেই, তবে দলের ওলামা শাখায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে জানা গেছে।

ধর্মীয় বক্তা হিসেবে মুফতি আমীর হামজা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। তার তাফসিরে ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা থাকলেও— সাম্প্রতিক সময়ে তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর হত্যা, প্রেমিকসহ গ্রেফতার ২

ঝিনাইদহ সদরে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর ইসহাক আলী (৭০) কে হত্যা করা । এই হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী তার বেটার বউ ও তার প্রেমিকসহ ২ আসামিকে ১৬ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার সকালে মাঠ থেকে হাত-পা ও গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ইসহাক আলীর লাশ উদ্ধার করে।

ঘটনার ১৬ ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা মামলার মূল আসামি রওশন আলী ও প্রেমিকা নয়ন তারাকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গ্রেফতারকৃত রওশন আলী হরিণাকুন্ডু উপজেলার হিঙ্গারপাড়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে এবং নয়ন তারা নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রী।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আনিসুর রহমান জানান, নিহতের ভাই মিক্কাস আলী বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা সূত্রে মূল আসামিকে শনাক্ত করে শনিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রওশন আলী হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রীর সঙ্গে রওশন আলীর দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে শ্বশুর ইসহাক আলী বাধা দেয়, ওই সম্পর্ক গোপন রাখতে তাকে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আনিসুর রহমান বলেন, ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তদন্ত শেষে পুরো ঘটনা সম্পর্কে জানা যাবে।

এদিকে শুক্রবার সকালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একই দিনে ৫ মামলায় ছয় আসামির কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে সড়ক পরিবহন আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দায়ের করা পাঁচটি মামলায় ছয় আসামিকে জেল-

জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।
প্রথম মামলায়, সড়ক পরিবহন আইনের মামলায় মো. রোকনুজ্জামান রোকনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, মাদক মামলায় মো. রুহুল আমিনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ছয় টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
তৃতীয়, মারধর মামলায় মো. শাফায়েত মোল্লাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ মামলায়, মারধর মামলায় মো. জুয়েল রানা ও মো. কিফাজ উদ্দিন কিপাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম মামলায়, হামলার মামলায় মো. আল মামুনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার নিহত মমিনুল ইসলামতার মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে গাংনী উপজেলার চেংগাড়া বাজার ব্রীজের কাছে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী ও বেপরোয়া গতিতে চালানো ইটবোঝাই শ্যালো ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় তিনি মোটরসাইকেলসহ সড়কে পড়ে গেলে গাড়িটি তার ডান পা ও কোমরের ওপর দিয়ে চলে যায়, ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩ আগস্ট মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এএসআই মাহাতাব উদ্দিন মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মো. রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করেন।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত লুঙ্গির ভেতর থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

তৃতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর পরিবারের সঙ্গে আসামিদের বিবাদ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাড়িতে ঢুকে বাদীর স্বামীকে পিটিয়ে জখম করে, তার নগদ ৩০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বাদীর শ্বাশুড়ি মোছা. সাজেদা খাতুনকেও মারধর করা হয়।

চতুর্থ মামলার বিবরণে জানা যায়, বাদীর স্ত্রীর রান্নার চাল ধোয়া পানির সামান্য অংশ আসামির বাড়ির দিকে গেলে এ নিয়ে বিবাদ ও হামলার ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাদীর বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের এলোপাতাড়ি মারধর করে, এতে তারা গুরুতর আহত হন।

পঞ্চম মামলার বিবরণে জানা যায়, এক দল আসামি ধারালো দা, হাসুয়া, রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বেআইনি জনতাবদ্ধে বাদীর বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ১নং আসামি মো. আল মামুন ধারালো হাসুয়া দিয়ে বাদীর মুখে ও চোখের পাশে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে, অন্য আসামিরা বাঁশ ও রড দিয়ে বাদী ও তার স্ত্রীকে মারধর করে।

মামলাগুলোর তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।